بسم الله الرحمن الرحيم

নেদারল্যান্ডস-এর নুনস্পিট-এ প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মোতাবেক ২৭ তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হল্যান্ডের সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। আর বেশ কয়েক বছর পর আল্লাহ তা'লা আমাকেও আপনাদের জলসায় অংশগ্রহণ করার তৌফীক দিচ্ছেন। গত কয়েক বছর ধরেই আমীর সাহেব আমাকে (এখানকার) জলসায় অংশগ্রহণের অনুরোধ করছিলেন কিন্তু জামা'তী অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়ে উঠে নি। যাহোক, আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আজ আমাকে এই জলসায় অংশগ্রহণ করার তৌফীক দিচ্ছেন। গত কয়েক বছরে হল্যান্ড জামা'তের সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে; এক-তৃতীয়াংশ তো অবশ্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই পাকিস্তান থেকে এখানে হিজরত করেছেন আবার কিছু নতুন লোকও জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। যাহোক বিশ্বের অন্যান্য জামা'তের ন্যায় হল্যান্ড জামা'তও তাদের সদস্য সংখ্যা ও সামর্থ্যের দিক থেকে উন্নতি করছে। বইপুস্তক প্রকাশের কাজও এখন এখানে উত্তমভাবে হচ্ছে। নতুন সেন্টার এবং একটি মসজিদও জামা'তের হাতে এসেছে। যদিও আমি এখনো সেটি দেখি নি, তবে লোকমুখে আলমিরা-র মসজিদের সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনেছি যে, আপনারা খুবই সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেছেন। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আগামী সপ্তাহে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনও হবে। সেখানে ইতোমধ্যে নামায পড়া শুরু হয়ে থাকবে এবং পড়া হচ্ছে। কিন্তু সর্বদা মনে রাখবেন, সদস্য সংখ্যার বৃদ্ধি বা মিশন হাউজ বা সেন্টার বানানো অথবা মসজিদ নির্মাণ করা কেবল তখনই কল্যাণপ্রদ হয় যখন এসবের মূল উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়। অতএব এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর আত্মবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। আর পাশাপশি এ বিষয়টিও দেখা এবং অনুসন্ধান করা প্রয়োজন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করার পর আমাদের কী কী উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে? আমি যেমনটি বলেছি, বিগত কয়েক বছরে বহু আহমদী হিজরত করে এখানে এসেছেন এবং এখানকার জামা'তের সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন হিজরত করেছেন? এই কারণে যে, বিশেষভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। ধর্মের নামে আহমদীদেরকে নির্যাতন করা হয়, তাদের অধিকার হরণ করা হয়, শুধুমাত্র এই দোষে যে, তারা মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী যুগ ইমামকে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করতে এবং তাঁর ইবাদত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে এ কারণে বাধা দেয়া হয় কেননা আমরা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের হাতে বয়আত করেছি! মসজিদ নির্মাণ তো দূরের কথা, নিজেদের লোকদের তরবিয়্যত বা শিক্ষাদীক্ষার উদ্দেশ্যে জলসা ও ইজতেমা করতেও আমাদেরকে বাধা দেয়া হয়, বরং আইনগত দিক থেকে নিজেদের ঘরেও নামায আদায় করার অধিকার আমাদের নেই। কুরবানীর ঈদে আমরা পশু কুরবানী করতে পারি না কেননা আইন আমাদেরকে এর অনুমতি দেয় না, একারণেও মামলা করা হয়, আর এ কারণেও যে, এতে নামসর্বস্ব ওলামা এবং তাদের চেলা-চামুণ্ডাদের অনুভূতিতে আঘাত

লাগে। অতএব এমতাবস্থায় বহু আহমদী পাকিস্তান থেকে হিজরত করে অন্যান্য দেশে চলে যায় বা চলে গেছে যেখানে ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। আপনাদের মাঝেও যারা এখানে হিজরত করেছেন, তাদের এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতাও রয়েছে এবং আর্থিক ও জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রেও নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধনের সুযোগ লাভ হয়েছে।

অতএব প্রত্যেক আহমদী, যে সেসব বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত স্বাধীন জীবন যাপন করছে, যার সে পাকিস্তানে সম্মুখীন ছিল, এ কারণে পূর্বের তুলনায় আরো বেশি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় তা যথাযথভাবে পালনের পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। নিজেদের আধ্যাত্মিক, জ্ঞানগত ও নৈতিক অবস্থাকে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত। (শুধু) এ কথায় আনন্দিত হয়ে যাওয়া উচিত নয় যে, আমরা স্বাধীন, আর এমন কোন বিধিনিষেধ আমাদের ওপর নেই যা আমাদেরকে নিজেদের ধর্মের ওপর আমল করতে বাঁধা দেয়। আমাদের কর্ম যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী সম্মত না হয়, আমরা যদি নিজেদের মাঝে পূর্বের চেয়ে অধিক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির চেষ্টা না করি আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আমাদের দ্বারা পূর্বের তুলনায় অধিক প্রকাশ না পায় তাহলে এই স্বাধীনতায় কী লাভ? এসব জলসায় যোগদান করে কী লাভ? এসব মসজিদ নির্মাণ করে লাভ কী? এই স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে তখন লাভজনক হবে যখন আমরা বয়আতের পর করণীয় পালন করবো। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসব জলসা অনুষ্ঠান করার ঘোষণাও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েই করেছিলেন। আর এজন্য করেছিলেন যেন এসব জলসার কারণে আমাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হয়, আমরা ধর্মকে পার্থিবতার ওপর প্রাধান্যদানকারী হই আর এর সত্যিকার জ্ঞান ও বুৎপত্তি আমাদের লাভ হয়, আমরা নিজেদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিকারী হই, নিজেদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও জ্ঞানগত মানের উন্নয়ন সাধনকারী হই, আর এ লক্ষ্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে জলসার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ও তাঁর হাতে বয়আতকারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

এই অধমের হাতে বয়আতকারী সকল নিষ্ঠাবান বন্ধুর সামনে এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বয়আত করার উদ্দেশ্য হলো, জগতের মোহ শীতল হওয়া আর মহাসম্মানিত প্রভু ও প্রিয় রসূল (সা.)-এর ভালোবাসা মনমস্তিষ্কে ছেয়ে যাওয়া আর এমনভাবে জগৎবিমুখ হওয়া যার কল্যাণে পরকালের যাত্রা আর কষ্টদায়ক মনে হবে না।

অতএব অত্যন্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, আমার হাতে বয়আতের পর কেবল মৌখিক দাবির মাঝেই সীমাবদ্ধ থেকো না বরং নিষ্ঠাবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে উন্নতি তখন হতে পারে যখন আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর প্রিয় রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা অন্য সব ভালোবাসা থেকে অগ্রগণ্য হবে। তাই বয়আতের শর্তসমূহেও তিনি এই শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেছেন যে, বয়আতকারী আল্লাহ্ তা'লা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশকে সকল বিষয়ে কর্মপন্থা আখ্যা দিবে। আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতিটি নির্দেশকে নিজের সকল বিষয়ে তখনই পথ-প্রদর্শক বানানো যেতে পারে যখন প্রকৃত ভালোবাসা থাকবে। অতএব এসব জলসা এজন্য আয়োজন করা হয় যেন বার বার আমাদের এ কথা স্মরণ করানোর ব্যবস্থা থাকে যে, আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য কী? এটি কোন সামান্য বিষয় নয় যে, জগতের প্রতি মোহ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর

প্রতি ভালোবাসা তার ওপর প্রাধান্য লাভ করবে, এর জন্য অনেক চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যেহেতু বয়আতের অঙ্গীকার করেছি তাই আমাদের এই চেষ্টা-সাধনা করা উচিত এবং করতে হবে। আমাদেরকে ইবাদতের জন্য জাগতিক ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়তে হবে, জাগতিক ব্যস্ততাকে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য উপেক্ষা করতে হবে। যে বিষয় আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের পথে বাধ সাধে, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের চাকরি এবং আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য যদি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানে বাধা দেয় তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত থাকার জন্য এসব মন্দ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হবে, এসব প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে হবে। অনুরূপভাবে আমাদের আমিত্ব, আমাদের নামসর্বস্ব জাগতিক সম্মান ও খ্যাতি, আমাদের স্বার্থপরতা-প্রসূত চিন্তাভাবনা এবং আমাদের কর্ম যদি মানুষের অধিকার প্রদানে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে এটিও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর। সৃষ্টির অধিকার প্রদানের নির্দেশও আল্লাহ্ তা'লাই প্রদান করেছেন। আর এই নির্দেশ অমান্য করে আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত থাকার উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছি।

এরপর যে বিষয়ের প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হলো- রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা। তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা সকল মানুষের প্রতি ভালোবাসার চেয়ে অধিক হওয়া উচিত, তাদের সবার ঊর্ধ্বে হওয়া উচিত, কেননা এখন একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমেই খোদা তা'লা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করে এবং তাঁর সুন্নত অনুসরণের মাধ্যমেই খোদা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হতে পারে। এখন মহানবী (সা.)-ই দোয়া গৃহীত হওয়া ও শুভ পরিণতি লাভের একমাত্র মাধ্যম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দেখ! আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন শরীফে বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (সূরা আলে ইমরান: ৩২)

অর্থাৎ তুমি বলে দাও, হে লোক সকল! তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'লাকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে তিনিও তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাও তখন ভালোবাসবেন যখন তোমরা খোদার প্রিয় রসূল (সা.)-এর অনুসরণ করবে, তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করবে, তাঁর আদেশ মান্য করবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার প্রিয়ভাজন হওয়ার একমাত্র পথ হলো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করা, এছাড়া আর কোন পথ নেই যা তোমাদেরকে খোদা তা'লার সাথে মিলিত করতে পারে। এক-অদ্বিতীয় খোদার অন্বেষণই মানুষের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এটিই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত যে, আমরা শুধু এক-অদ্বিতীয় খোদার সন্ধান করব, আর কোন কিছুর সন্ধান করব না, অন্য কিছুকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড় করাব না। তিনি (আ.) বলেন, শির্ক ও বিদআত পরিহার করা উচিত। সামাজিক প্রথা ও কামনা-বাসনার দাসত্ব করা উচিত নয়। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! আমি পুনরায় বলছি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্যপথ (অনুসরণ করা) ছাড়া আর কোনভাবেই মানুষ সফল হতে পারে না। আমাদের কেবল একজনই রসূল আর কেবল একটিই কুরআন সেই রসূলের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। যার আনুগত্য করে আমরা খোদা তা'লাকে লাভ করতে পারি। তোমরা স্মরণ রেখ যে, কুরআন শরীফ এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশ পালন, আর নামায-রোযা ইত্যাদি সুন্নতসম্মত পদ্ধতি ছাড়া, খোদার অনুগ্রহ ও আশিসের দ্বার খোলার অন্য কোন চাবি নেই। এটিই একমাত্র পথ, এছাড়া আর কোন পথ

নেই। অতএব এসব কল্যাণরাজি অর্জনের জন্য মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা আর এই ভালোবাসার কারণে তাঁর (সা.) এর নির্দেশাবলী মেনে চলাও আবশ্যক। যদি এটি না হয় তাহলে মসীহ্ মওউদ (আ.) স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, আমার হাতে বয়আত করা অর্থহীন। তোমাদের এখানে জলসাসমূহে একত্রিত হওয়াও অর্থহীন। তিনি (আ.) বলেন, আমি তো খোদার সেই প্রেমাস্পদের প্রেমিক। অতএব তোমরা যদি আমার বয়আতভুক্ত থাকতে চাও তাহলে আবশ্যিকভাবে তোমাদেরও আমার প্রেমাস্পদকে ভালোবাসতে হবে।

এরপর বলেন, তোমরা নিজেদের মাঝে জগৎবিমুখতার বৈশিষ্ট সৃষ্টি কর। অর্থাৎ এমন অবস্থা সৃষ্টি কর যা জগতের ক্রীড়া-কৌতুক ও চাকচিক্য থেকে তোমাদের পৃথক করে দিবে। তোমাদের প্রতিটি কর্ম যেন আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশের অধীন হয়ে যায়। নিশ্চয় জাগতিক আয়-উপার্জন এবং জাগতিক কাজ-কর্ম ও ব্যবসাবাণিজ্য নিষিদ্ধ নয়, আল্লাহ্ তা'লাই এগুলো করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবীগণ (রা.) এসব কাজ করতেন। তারাও ব্যবসা করতেন, বাণিজ্য করতেন। তাদের বড় বড় ব্যবসাবাণিজ্য ছিল। তারাও লক্ষ-কোটি টাকার ব্যবসাবাণিজ্য ও লেনদেন করতেন এবং লক্ষ-কোটি টাকার সম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের ভালোবাসা তাদের কাছে ছিল অগ্রগন্য। আর এই বিষয়টি সর্বদা তাদের দৃষ্টিপটে থাকতো যে, আমাদেরকে যথাযথ ভাবে খোদার ইবাদতও করতে হবে আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নির্দেশাবলী পালনও করতে হবে। তাদের এই উৎকণ্ঠা থাকতো যে, কোথাও আমাদের দ্বারা এমন কোন কাজ না হয়ে যায় যার ফলশ্রুতিতে আমাদের প্রেমাস্পদ আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। আজকাল খুতবায় আমি সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করছি; তাতে বহু সাহাবীর দৃষ্টান্ত সামনে আসে। তাদের ইবাদতের মান ছিল অনেক উন্নত, মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের আনুগত্যের মান ছিল অকল্পনীয়, মহানবী (সা.)-এর জন্য তাদের ভালোবাসার আবেগ ছিল আসাধারণ। অতএব তারা এই চিন্তায় থাকতেন যে, আমাদের হাতে এমন কোন কাজ সংঘটিত না হয়ে যায়, যা আমাদের প্রেমাস্পদকে আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট করবে! সুতরাং আমাদের মন-মস্তিষ্কেও এই বিষয়টি জাগ্রত থাকা উচিত যে, যাবতীয় জাগতিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমরা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসায় কোন ঘাটতি আসতে দিব না। এর জন্য সাধ্যমত আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী পালনের চেষ্টা করতে হবে; আর নিজেদের অবস্থা উন্নত করার জন্য এবং জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার জন্য ও নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় উন্নতি সাধনের জন্যই আমরা এই তিন দিবসীয় অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি। সুতরাং এটি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং এটিই আমাদের চিন্তাচেতনা হওয়া উচিত। অর্থাৎ ভাবতে হবে যে, আমাদের এখানে তিনদিনের জন্য একত্রিত হওয়ার উদ্দেশ্য কী? এটিই যে, আমরা যেন এই আধ্যাত্মিক পরিবেশ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হই, নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থায় উন্নতি সাধনের চেষ্টা করি এবং নিজেদের পাপসমূহ দূর করি, আর এই দিনগুলোতে ইবাদতের পাশাপাশি যিকরে ইলাহী ও ইস্তেগফারের প্রতিও মনোযোগী হই। যদি আমাদের এই চিন্তাচেতনা না থাকে, তবে আমাদের জলসায় আসা বৃথা। বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো, এই তিনদিনকে একটি প্রশিক্ষণ শিবির মনে করা এবং আমাদের ব্যবহারিক অবস্থায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে; আর তা হয়েও যায় যখন মানুষ একটি পরিবেশ থেকে বাহিরে যায়; সেগুলো দূর করার চেষ্টা করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে জলসার উপকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যথাসম্ভব সকল বন্ধুর কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে, ধর্মীয় কথা

শুনার জন্য এবং দোয়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য উক্ত তারিখে চলে আসা উচিত; আর এই জলসায় এমনসব তত্ত্ব ও জ্ঞানগর্ভ বিষয়াবলী শোনার ব্যবস্থা থাকবে যা ঈমান ও বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক। অতএব জলসার উদ্দেশ্য হলো ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি লাভ এবং তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হওয়া। তিনি (আ.) এক স্থানে, এক উপলক্ষ্যে এটিও বলেছেন যে, এটি জাগতিক মেলার মতো কোন মেলা নয় যে, আমরা একত্রিত হলাম আর হৈ-হুল্লোড় করলাম এবং সমবেত হলাম আর নিজেদের সংখ্যা প্রকাশ করলাম, এটি উদ্দেশ্য নয়। অতএব জলসায় আগমনকারী পুরুষ, মহিলা, যুবক, বৃদ্ধ সকলের এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত যেন তার ঈমান, দৃঢ় বিশ্বাস এবং তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, যাতে করে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। ঈমান, বিশ্বাস এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পেলেই আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। যদি আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর মর্যাদাই আমাদের জানা না থাকে, যদি আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাসই না থাকে তাহলে তত্ত্বজ্ঞানে উন্নতি কীভাবে হতে পারে। তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধ হলেই ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি হবে।

অতএব আমাদের এটি মনে করা উচিত নয় যে, আমরা শুধুমাত্র আনন্দ ফুর্তির জন্য এক স্থানে একত্রিত হয়েছি আর খোশগল্প করে সময় কাটিয়ে আমরা চলে যাব। যদি চিন্তা ভাবনা এমনটিই হয়ে থাকে তাহলে, যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, জলসায় আসা বৃথা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুণ্য করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে, যার মাঝে সেসব পুণ্যও রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত এবং সেসব পুণ্যও রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের অধিকার প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত– বলেন, প্রতিদান বা পুরস্কার লাভ হোক বা না হোক নেকী শুধু এজন্য করা উচিত যেন খোদা তা'লা প্রসন্ন হন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ হয় আর তাঁর নির্দেশ পালিত হয়। অতএব এটি হলো প্রকৃত ভালোবাসার দর্শন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসার দাবি হলো তাঁর নির্দেশাবলী পালন করা যাতে ইবাদতও অন্তর্ভুক্ত আর আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। আর এসব নির্দেশাবলী আমরা এ উদ্দেশ্যে পালন করব না যে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রতিদান দিবেন বা কোন পুণ্য লাভ হবে। এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন নেককর্মকে প্রতিদানশূন্য রাখেন না, তিনি অবশ্যই প্রতিদান দিয়ে থাকেন। প্রকৃত ঈমানের দাবি হলো, যেমনটি তিনি (আ.) বলেছেন যে, বিনিময়ে আমরা কিছু পাবো এ আশায় নেককর্ম করা উচিত নয় বরং এজন্য করা উচিত যে, আমাদের খোদার নির্দেশ হলো সৎকর্ম কর। তিনি (আ.) বলেন, ঈমান তখনই পূর্ণতা লাভ করে যখন এই ভ্রান্ত ধারণা এবং সন্দেহ মাঝ থেকে দূর হয়ে যায়। পুরস্কার পাবো কি পাবো না এমন চিন্তায় মগ্ন হয়ো না। এমন চিন্তা মনে বাসা বাঁধলে ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, যদিও এটি সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লা কোন পুণ্য কাজকে বৃথা যেতে দেন না, إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (সূরা তওবা: ১২১) অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা সৎকর্মশীলদের প্রতিদান কখনো নষ্ট করেন না। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীদের পুরস্কারের বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত নয়। অতএব প্রকৃত পুণ্য হলো কোন প্রকার লোভ-লালসা বা পুরস্কারের আশা না রেখে পুণ্য করা। আর এই নীতিকে দৃষ্টিপটে রেখে আমাদের আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথেও উত্তম আচরণ করা উচিত এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করা উচিত; আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মনে করে করা উচিত অর্থাৎ একে অপরের সাথে উত্তম ব্যবহার কর। এটি মহানবী (সা.)-এর

নির্দেশ এবং তাঁর সুন্নত। তিনি (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন যে, একে অপরের অধিকার প্রদানের চেষ্টা কর এবং উন্নত চরিত্র প্রদর্শন কর, তাতে বান্দার পক্ষ থেকে এর প্রতিদান লাভ হোক বা না হোক, আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই সেই পুণ্যকর্মের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। অতএব যেখানে আমাদের খোদা আমাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে আমাদের কত বেশি দায়িত্ব বর্তায়, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সেই সমস্ত কথা মেনে চলা যা করার নির্দেশ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এবং সেই সমস্ত পাপ এড়িয়ে চলা যা এড়িয়ে চলার নির্দেশ তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন। এখানে অর্থাৎ এসব উন্নত দেশে এসে এবং স্বাধীনতার নামে সকল প্রকার বৃথা কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ার পরিবেশে এসে আমাদের স্বীয় অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার অনেক বেশি প্রয়োজন রয়েছে। কখনো কখনো স্বচ্ছলতা পুণ্যকাজ সম্পাদনে বাধা হয়ে যায়। অবস্থা ভালো হলে মানুষ তার অতীতকে ভুলে যায়। আমরা মনে করি, অমুক পার্থিব কাজ যদি না করি তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রিযিকদাতা হলাম আমি। অতএব, এ বিষয়টি সাধারণত জগৎপূজারীদের মাঝে দেখা যায় যে, তার দৃষ্টি থাকে- কোথাও আমার ক্ষতি না হয়ে যায়। আর এভাবে সে খোদার অধিকার প্রদান করে না। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মধ্যেও অনেকে এমন আছে যারা নিজেদের ব্যস্ততার কারণে নিজেদের নামাযকে জলাঞ্জলি দেয়। নামাযের সময়ে অন্য কোন কাজ থাকলে নামায ছেড়ে দেয় বা কখনো পরে নামায জমা করে পড়ে নেয় কিংবা কখনো পড়েই না আর ভুলে যায়, কিন্তু পার্থিব কাজ পরিত্যাগ করে না (অতএব এ থেকে আমাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করা উচিত), অথবা এত দ্রুত নামায পড়ে যেন এটি একটি বোঝা যা কাঁধ থেকে নামাতে হবে। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা নয়, এটি তো ইহজগতের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবি যদি পূর্ণ করতে হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন যে, এই সত্যকে অনুধাবন কর যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ব্যক্তিগত ভালোবাসায় রঙিন হয়ে ইবাদত করতে হয়। এটিই প্রকৃত বিষয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর আর কেবল দায়িত্ব মনে করে মাথা থেকে বোঝার মতো নামিও না, বরং ফরযে বা দায়িত্বপালনে ব্যক্তিগত ভালোবাসা যেন থাকে এবং তাতে রঙিন হয়ে যেন ইবাদত করা হয়। আর ব্যক্তিগত ভালোবাসার প্রেরণায় যদি ইবাদত করা হয় তাহলে জাগতিক সব উদ্দেশ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখনই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার যথার্থতা প্রকাশিত হবে। আর পার্থিব উদ্দেশ্যাবলী উঠে গেলে খোদা এমন স্থান থেকে রিযিক দিবেন যা মানুষের কল্পনা বা ধারণায়ও থাকে না। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা তালাক: ৩-৪)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য কোন না কোন এমন পথ উন্মুক্ত করবেন আর তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দিবেন যেখান থেকে রিযিক পাওয়ার কোন ধারণা-ই তার থাকে না। এর ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

অতএব স্বাচ্ছন্দ্য লাভের নীতি হলো তাকওয়া। এরপর তিনি বলেন, এটি একান্ত সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রকৃত বান্দাদের কখনো ধ্বংস করেন না বরং তাদেরকে অন্যদের সামনে হাত পাতা থেকে রক্ষা করেন। তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস হলো- কোন

ব্যক্তি যদি খোদাপ্রেমী এবং সত্যিকারের মু'মিন হয় তাহলে তার সাত প্রজন্মের ওপর খোদা তা'লা স্বীয় রহমত এবং বরকতের হাত রাখেন এবং তাদের সুরক্ষা করেন, কেবলমাত্র সে ছাড়া যে দুর্ভাগ্যবশত এমন কোন কাজ করে বসে যার ফলে সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, মানুষের উচিত সকল মাধ্যম জ্বালিয়ে দেয়া বা ভুলে যাওয়া। অর্থাৎ যে মাধ্যম বা রশিই আছে সেগুলোর সব জ্বালিয়ে দাও আর কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ভালোবাসার মাধ্যমকেই অবশিষ্ট রাখ। শুধুমাত্র একটি মাধ্যম হবে, একটি রশি হবে আর একটিই উপায় আছে বলে জ্ঞান করবে যার মাধ্যমে তুমি সবকিছু অর্জন করবে আর তা হলো আল্লাহ্‌র ভালোবাসার মাধ্যম। তিনি (আ.) বলেন, এটি সত্যকথা, যে ব্যক্তি খোদার হয়ে যায়, খোদাও তার হয়ে যান। অতঃপর তিনি (আ.) আরো বলেন, এমন হয়ে যাও যেন খোদার কল্যাণরাজি এবং তাঁর কৃপার নিদর্শন তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তির দীর্ঘজীবী হওয়ার উদ্দেশ্য কেবল ইহজাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুখভোগ হয়ে থাকে, তার দীর্ঘজীবী হওয়া কী কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। অর্থাৎ যার উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘায়ু লাভ করা এবং ইহজাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ লাভ করা, তার এতে কী লাভ হবে? তার মাঝে তো খোদার কোন অংশ নেই। তিনি বলেন, সে তো তার জীবনের লক্ষ্য শুধুমাত্র ভালো খাবার খাওয়া ও মন ভরে ঘুমানো আর স্ত্রী-সন্তান এবং ভালো বাড়ি অথবা ঘোড়া ইত্যাদি রাখা কিংবা ভালো বাগান অথবা ফসলের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখে। সে তো কেবল পেটপূজারী ও তার পেটের দাস হয়ে থাকে। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার বান্দা নয় এবং তাঁর ইবাদতকারী নয়, বরং সে বান্দা আখ্যায়িতই হতে পারে না, সে কেবল তার ব্যক্তিস্বার্থের পূজা করছে। আমার সহায়-সম্পত্তি থাকতে হবে, ধন-দৌলত থাকতে হবে, ঘরবাড়ি থাকতে হবে, গাড়িঘোড়া থাকবে; এটিই তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে ঘোড়া রাখা হতো তাই ঘোড়ার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে, বর্তমানে গাড়ির দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেন উন্নত ধরনের গাড়ি থাকে। শুধু এগুলোই লক্ষ্য নয়, হ্যাঁ! আল্লাহ্ তা'লা যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তা থেকে অবশ্যই কল্যাণমণ্ডিত হওয়া উচিত; কিন্তু এটি যেন লক্ষ্য না হয়ে যায়। যদি এটিই লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে তো সে শুধুমাত্র সেসব বস্তুরই দাস এবং সেগুলোরই উপাসনা করে। এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার বান্দা ও তাঁর ইবাদতকারী আখ্যায়িত হতে পারে না বরং সে তার স্বার্থের পূজা করছে। তিনি বলেন, সে তো শুধুমাত্র প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও জৈবিক ভোগবিলাসকেই তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপাস্য বানিয়ে রেখেছে, এটিই তার কামনা-বাসনা। কিন্তু খোদা তা'লা মানব সৃষ্টির পরম লক্ষ্য এবং মৌলিক উদ্দেশ্য শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতকে নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (সূরা যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ, আর আমি জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। তিনি বলেন, অতএব তিনি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, এখানে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন, সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন যে, শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'লার ইবাদতই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর কেবল এই লক্ষ্যেই পুরো বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে অন্যান্য উদ্দেশ্য এবং অন্যান্য বাসনাই দেখা যায়। অর্থাৎ এখন বা বর্তমানে পৃথিবীতে যা হয় তা সম্পূর্ণভাবে এর বিপরীত, ঠিক এর উল্টোটা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যের পরিবর্তে প্রত্যেক মানুষ ভিন্ন বাসনা লালন করে। তারা জাগতিকতার পিছনে ছুটছে এবং তাদের অন্যান্য বাসনা সৃষ্টি হয়েছে। তাদের চাওয়াপাওয়া অদ্ভুত রূপ ধারণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লাকে লাভ করার বাসনার চেয়ে জাগতিক বাসনা বেড়ে গেছে।

সুতরাং এসব বিষয় দেখে আমাদের চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত যে, আমরা কীভাবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অর্জনকারী হতে পারি। শুধু এই পার্থিব জীবনেরই চিন্তা করবেন না। আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আমাদের শ্রম যেন শুধুমাত্র এই জগত অর্জনের জন্য ব্যয় না হয়ে যায়, বরং আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আমরা যেন আমাদের সকল শক্তি-সামর্থ্যকে নিয়োজিত করতে পারি। এসব দেশে এসে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি লাভ করার চেষ্টায় তার ইবাদতের দায়িত্ব পালনকারী হতে পারি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, আমাদের ইচ্ছা এবং চাওয়া-পাওয়া যেন ভিন্ন না হয় বরং আমরা যেন স্বীয় স্রষ্টাকে চিনে আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য অর্জনকারী হই। আর এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন তা বাস্তবায়নকারী হতে পারি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি প্রেরিত হয়েছি ঈমানকে শক্তিশালী এবং দৃঢ় করা আর মানুষের নিকট আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বকে প্রমাণ করে দেখানোর জন্য, কেননা প্রত্যেক জাতির ঈমানী অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে আর পরকালকে শুধুমাত্র একটি কিচ্ছা-কাহিনী মনে করা হয়। মৃত্যুত্তর জীবনকে কেউ তো বুঝেই না, মনে করে এটি এক গল্প এবং কাহিনী, কিছুই হবে না। আর প্রতিটি মানুষ নিজ ব্যবহারিক অবস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করছে যে, এই জগৎ এবং জাগতিক সম্মান ও প্রতিপত্তির ওপর সে যতটা বিশ্বাস রাখে এবং জাগতিক উপায় উপকরণের প্রতি তার যতটা আস্থা রয়েছে তদ্রুপ বিশ্বাস এবং আস্থা আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের উপর তার মোটেই নেই। মুখে এক কথা কিন্তু হৃদয়ে জগৎপ্রেমের প্রাধান্য বিদ্যমান। মুখে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র নাম রয়েছে কিন্তু অন্তরে পার্থিব ভালোবাসা প্রবল আর কর্মের মাধ্যমে এ প্রাবল্য প্রকাশ পেয়ে যায়। তিনি বলেন, ইহুদীদের মধ্যে যখন খোদাপ্রেম শীতল হয়ে গিয়েছিল তখন তাদেরকে ধর্মের পথে এবং খোদার দিকে আনয়নের জন্য মসীহ্ আগমন করেছিলেন আর এখন আমার যুগেও একই অবস্থা বিরাজমান। অতএব, আমিও প্রেরিত হয়েছি যেন পুনরায় ঈমানের যুগ আসে এবং হৃদয়ে তাকওয়া সৃষ্টি হয়। তাই আজ আমাদের কাজ হলো- তাঁর হাতে বয়াত করার দাবি পূর্ণ করে খোদাপ্রেমের ময়দানে এগিয়ে যাওয়া, নিজেদের অন্তরে তৌহিদকে প্রতিষ্ঠিত করা আর খোদা তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার বিপরীতে ইহজগৎ ও এর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে পেছনে ঠেলে দেয়া এবং নিজেদের ভেতর এসব পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির পাশাপাশি এ সমাজকেও খোদা তা'লার নিকটতর করার চেষ্টা করা। আজ জগদ্‌বাসী খোদা তা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হয়ে গেছে এবং প্রতি বছর খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকেও এবং অন্যান্য ধর্মেও, বরং কখনো কখনো মুসলমানদের মধ্য থেকেও বহু সংখ্যক লোক খোদা তা'লার অস্তিত্বের অস্বীকারকারী হয়ে পড়ছে এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করছে।

অতএব, এমন লোকেরা যেখানে খোদাকে অস্বীকার করছে, এরূপ পরিস্থিতিতে আমাদেরকে নিজেদের অন্তরে খোদাপ্রেম সৃষ্টি করে পৃথিবীবাসীকেও খোদা তা'লার অস্তিত্বের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। তখনই আমরা এ জলসার উদ্দেশ্যকেও পূর্ণকারী হতে পারব এবং তখনই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারবে। শুধু নিজেদের ভেতর খোদা তা'লার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করাই যথেষ্ট নয়, আমাদের কাজ কেবল এতটুকুই নয়, বরং আমাদের কাজ এথেকে অনেক বেশি। আমাদের সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের হৃদয়েও খোদা

তা'লার প্রতি ভালোবাসা ও তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার জন্য আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। একইসাথে যেমনটি আমি বলেছি, পৃথিবীবাসীকেও খোদা তা'লার অস্তিত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করে তাঁর মিশন এবং উদ্দেশ্যকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদেরও। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সামর্থ্য দান করুন। জলসার এই দিনগুলো নিজেদের ইবাদতের মানবৃদ্ধি এবং তার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আমাদের ব্যয় করা উচিত। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর ভালাবাসায় সদা অগ্রসরমান থাকি এবং জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও কামনা-বাসনা যেন কখনো আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে। আর এটাও স্মরণ রাখুন যে, এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ছাড়া কখনো সম্ভব নয়। কাজেই তাঁর অনুগ্রহকে আকৃষ্ট করার জন্যও অনেক বেশি দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে আর এদিকে অনেক মনোযোগ দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সামর্থ্য দান করুন। (আমীন)